আগমনী

কল্যাণময়ী জননী, প্রার্থনা করি...

প্রব্রাজিকা সত্যময়প্রাণা

সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ

মা, দিন, সপ্তাহ, মাসের এক-একটি ক্ষণ ধরে ধরে একটি বছর অতিক্রান্ত; শরৎ ঠিক সময়ে তার আনন্দময় রূপ নিয়ে সামনে। মন গুনগুনিয়ে উঠছে—“অর্ঘ্য তোমার আনিনি ভরিয়া বাহির হতে/ ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের আপন স্রোতে।” এ-পূজা কোনওদিন কারও কাছে শিখিনি। জ্ঞান হওয়া অবধি বড় বিস্ময়ে দেখে আসছি মাথার ওপর অনন্ত আকাশ, বুকে তার কখনও পেঁজা তুলোর আনা-গোনা, কখনও ঘন কালো মেঘের গম্ভীর স্বরে গর্জন করতে করতে নেমে এসে সব প্লাবিত করে দেওয়া; আবার কখনও মনের কোণে প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যায়—

এই ঘাস, জল, মাটি, সূর্য, চন্দ্র—এসব কি মানুষের সাধ্য? ফুল কি অমনি ফোটে? ফল কি আপনি ফলে?

কে করল এসব? কৃষিবিজ্ঞানী তাঁর অধীত বিদ্যায় উত্তর করবেন—মাটি, জল, আগুন, বাতাস—এই চার পদার্থের মিলনেই তো এসব হয়ে এসেছে এতকাল। বেশ, একবার দেখাও দেখি, উপাদানগুলি এ-হাত ও-হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা ফল ফলিয়ে একটি ফুল ফুটিয়ে! যুগযুগান্তের চেষ্টাতেও তা পারার জো নেই। “যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।” শিশুকালে দুলে দুলে কত পড়েছি—“কাল ছিল ডাল খালি/ আজ ফুলে যায় ভরে।/ বল দেখি তুই মালী/ হয় সে কেমন করে?” মালী সেদিনও ছিল নিরুত্তর। আজও তাই। নিরুত্তর আমরা সবাই। মন তৈরি হয়নি, প্রাণ ব্যাকুল হয়নি, চোখ এক দেখতে সমর্থ হয়নি, তাই সর্বব্যাপী তোমাকে দেখতে পাই নে। শুধু বুঝি, “তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ।” সেই বিরাটত্বের হিসেব কষতে বৃথা চেষ্টা করিনি কখনও। শুধু নত হয়েছে মাথা তোমার মহত্ত্বের কাছে। সেই বিশাল তুমি বিরাট তুমি নিজেকে কত খাটো করে কত অনায়াসে এসে দাঁড়িয়েছ আমারই মাপে! মন্ত্র-তন্ত্র-ন্যাস-প্রাণায়াম তেমন অভ্যাস

করিনি কখনও। ভক্তি অর্ঘ্যে পূজা করে তোমাকে সন্তুষ্ট করব—এ-স্পর্ধাও মনে স্থান দিইনে। মা, শুধু জানি—তোমারই খাই, তোমারই পরি, তোমারই ঘর তোমারই বাড়ি।

মাগো, আমাদের একটা সামান্য আবদার রাখতেও তুমি কত সহজে নিয়মের নিগড় ভাঙ। আর আমরা চলমান জীবনের নিত্য নতুন প্রবাহে ভেসে চলতে চলতে নিজেদের ব্যক্তিগত চরিতার্থতায় নিঃশেষ হয়ে যাই। পরকে আপন করা তো দূর—আপনজনকেই মুহূর্তে পর করে দিই। তাই বৃদ্ধবয়সে জনক-জননীর স্থান হয় না আমাদের সঙ্গে একই সুখনীড়ে। আমাদেরও বার্ধক্যের বারাণসী নিশ্চয়ই কোনও বৃদ্ধাশ্রম। এ-শিক্ষার চারা যে আমাদেরই হাতে সযত্নে রোপিত—মাগো, এই ভয়ঙ্কর স্বার্থান্ধতা থেকে তুমি আমাদের ত্রাণ করো।

ত্রাণ করতেই তো তোমার আসা। সেই জয়রামবাটী থেকে, কামারপুকুর থেকে কতবার যে কলকাতায় এসেছ; তোমার রিক্ত চরণদুটি দেখে মন জানতে চেয়েছে—ও মা, তোমার কেমন পা, ধুলো লাগে না? নিজের মনেই উত্তর পেলুম—আমরা ধুলো-কাদা মাখলে ঝেড়েঝুড়ে কোলে নেওয়ার দায়িত্ব তোমারই। নিজের কথা ভুলেও কখনও ভাবনি, না মা? কোথাও এতটুকু তোমার আমিত্ব নেই! সবখানি জুড়ে শুধুই মাতৃত্ব! অবাক হয়ে দেখি আমরা সেখানে আমিত্বের কাঞ্চনজঙ্ঘা!!

মা, মনে পড়ছে সেই সাপুড়েদের কথা; ডুগডুগি বাজিয়ে জয়রামবাটীর পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তুমি ছোট্ট মেয়েটির মতো সাপের খেলা দেখার আগ্রহ দেখালে। কে ডাকবে তাদের? কাছে-পিঠে কেউ তো তখন নেই। নিজেই এগিয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলে। খেলা দেখে টাকা দিলে, কাপড় দিলে, গুড়মুড়ি খেতে দিলে। শুধু কি তাই? কত মুনি, যোগী, ধ্যানীরও অগম্য যে-চরণ, সামান্য সাপুড়ের দলপতি হয়ে কত অনায়াসে সে তোমার সেই চরণদুটি স্পর্শ করে প্রণাম করল। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি, শুচিবায়ুগ্রস্ত মন রে রে করে উঠল—''টাকা দিয়েছ, খেতে দিয়েছ এই তো বেশ। ওদের আবার ছোঁয়া কেন বাপু!'' তুমি হাসলে—''প্রণাম করলে কী করে বারণ করি? আর প্রণামই যদি করলে, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবনি?'' তোমার আশীর্বাদ কি প্রণামের অপেক্ষা করে মা? যে-অসুর তোমাকে মারতে তেড়ে এল, চুলের মুঠি ধরে তার শরীর-মনটা কী নিখুঁত কৌশলে তোমার দিকে ফিরিয়ে নিলে। সৎ-অসতের বিচার আমাদের স্বার্থপ্রণোদিত মনের, তোমার শুধুই মাতৃস্নেহ।

মা, রক্তবীজকে ধ্বংস করেছিলে, এক-আধজন কি এ-গলি ও-গলিতে কোথাও লুকিয়েছিল? তা না হলে আজও কেন দেখি বিজয়া দশমীতে মহিষকে নিরন্ন রেখে তার ভেতর থেকে উঠে আসা অসুরের মুখেই গোটা একটা সন্দেশ? সেই খাওয়া আরও খাওয়া বাড়তে বাড়তে এই রক্তবীজদের রক্তাক্ত আঁচড় পড়ছে আজ শিক্ষা-স্বাস্থ্য সর্বত্র। মা, তুমি আমাদের এই 'আরও চাই—খাই খাই' সহ বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তিগুলো সব অপসারিত করো। আমরা যেন শ্রদ্ধাবান হই, সংযত হই, নত হতে শিখি। বিবেককে দোসর করে নিভৃতে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে যেন একটু প্রয়াসী হই।

মা, শরৎ যেমন তার 'অরুণ আলোর অঞ্জলি' এনে তোমার আবাহনে মেতেছে, আমরাও তোমাকে ডাকছি—তোমার কাছে প্রার্থনা করছি—চারপাশের এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় জগৎ বোধ থেকে লুপ্ত করো। সেই বিলুপ্তি যেন অন্ধকার বয়ে না এনে আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন যদি জানতে চাও—চোখ বুজলে কী দেখি, আলো না অন্ধকার? যেন নিঃস্বার্থ মন ও কণ্ঠ বলে উঠতে পারে—''আলোয় আলোকময় সর্ব চরাচর।''

মাগো, এই অতি সামান্য কটি প্রার্থনা তোমার পায়ে জানিয়ে রাখলুম। মঞ্জুর কোরো।